ঈদুল ফিতরের খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা সর্বদিক থেকে এই ঈদ আমাদের জন্য কল্যাণমণ্ডিত করুন

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ জুলাই, ২০১৪-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

হুযূর (আই.) বলেন, রমযান শেষ হয়ে গেছে, আজ আল্লাহ তা'লার কৃপায় আমরা ঈদ উদযাপন করছি। আমাদের মধ্য থেকে অনেকেরই এই আকাঙ্খা থাকে যে, আমাদের জন্য যেন ঈদ সত্যিকার ঈদে পরিণত হয়। এজন্য অনেকে আমাকে চিঠিপত্রও লিখে থাকেন যে, হুযূর! দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সত্যিকার ঈদ দান করেন বা সত্যিকার ঈদ পালনের তৌফিক দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে সত্যিকার ঈদের যে বিশ্বাস তা এমন যে, সকল বিপদাপদ যেন দূরীভূত হয় আর বিপদাপদ থেকে যেন আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। নিঃসন্দেহে এটিও এক প্রকার ঈদ। একজন মু'মিনের হৃদয়ে স্থায়ী আনন্দের আকাঙ্খা যখন জন্মে তখন এই চেতনার সঙ্গে সেই আকাঙ্খা জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই আমরা এই স্থায়ী আনন্দ লাভ করতে পারি আর আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজি লাভ করার মাঝে আমাদের এ আনন্দ। কিন্তু এই স্থায়ী আনন্দ অর্জনের জন্য ঈদকে স্থায়ী করা প্রয়োজন। নতুবা প্রত্যেক ঈদ স্থায়ী আনন্দ

লাভের বা সাময়িক দোয়ার মাধ্যমে স্থায়ী ঈদ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিছু ঘটনা আমি সেখান থেকে চয়ন করেছি। সত্যিকার ঈদ একজন মু'মিনের জন্য এভাবে হতে পারে যখন এর আনুসঙ্গিক বিষয়াদি যা আছে তা পূর্ণ করা হবে। আমরা প্রতি বছর ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকি, যা রমযানের এক মাস সাধনার পর এসে থাকে। এরপর আরেকটি ঈদ রয়েছে তা হচ্ছে ঈদুল আযহিয়া। এ ছাড়া জুমুআর দিন বা শুক্রবারকেও মহানবী (সা.) ঈদের দিন আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অনেক মানুষ এমন আছেন যারা এই ঈদ সম্পর্কে অনবহিত অর্থাৎ জুমুআর ঈদ সম্পর্কে, আর বাস্তবতাও এটিই। ঈদ উপলক্ষে যেভাবে আয়োজন করা হয় আর যেভাবে ঈদের নামাযের উপস্থিতিও বেড়ে যায় তেমন জুমুআর নামাযে দেখা যায় না। বছর ঘুরে যে ঈদ আসে অর্থাৎ ঈদুল আযহিয়া তা যদি ঈদুল ফিতর থেকে গণনা করি তাহলে তা সোয়া দুই মাস পর আসবে। আর প্রায় ১০ মাস পরে আবার আরেকটি ঈদের আয়োজন করা হয়, অথচ আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সপ্তম দিনকে ঈদের দিন আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা এক জুমুআর পর আরেক জুমুআকে ঈদের স্থায়ী রূপ দেননি। যদি আমরা জুমুআর পর অন্যান্য দিনগুলোতে নিজেদের দায়-দায়িত্ব ভুলে যাই আর আমাদের দৈনন্দিন আবশ্যকীয় যে দায়িত্বাবলী রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন তা যদি আমরা সঠিকভাবে পালন না করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি না।

অতএব ছোট ঈদ, আর বড় ঈদ যাকে কুরবানীর ঈদও বলা হয়, অথবা জুমুআ এই সব ঈদ সাময়িক ঈদ। এজন্য যে, সত্যিকার ঈদের যে দাবী তা ঈদের নামায আদায়ের মাধ্যমে হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা তিনটি ঈদের মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমাদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা অর্জনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এই সুযোগগুলোতেই তোমরা সন্তুষ্ট থেকো না, এগুলো লাভ করার মাধ্যমেই তোমরা থেমে যেয়ো না, আসল আনন্দ তো তখন হবে যখন এই বিরতির সময়ও তোমরা আনন্দের সুযোগ সন্ধান করবে। অর্থাৎ এক ঈদ থেকে আরেক ঈদ বা এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ পর্যন্ত যে বিরতি রয়েছে। জুমুআ বা ঈদের নামায পড়ে তোমরা এটি মনে করো না যে, আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভের যে সুযোগ ছিল তা আমরা লাভ করে ফেলেছি। যারা এ ধরনের চিন্তা করে তারা নির্বোধ। এটি এমন উদাহরণ স্বরূপ যে, একজন শিক্ষার্থী সপ্তাহ শেষে ছুটির দিন ভুলে যায় (এখানে শনি-রবিবার ছুটি হয় আর মুসলিম দেশগুলোতে শুক্রবার ছুটি হয়), এরপর সে ভাবে যে আমাকে স্কুলেও যেতে হবে তাহলে প্রথমে সে অসন্তুষ্ট হবে যে, পিতা-মাতা আমাকে স্কুলে পাঠাবে, স্কুলে গেলে শিক্ষকবৃন্দ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের শাস্তিও দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মানুষ যদি মনে করে ঈদ এসে গেছে, রমযান আমরা পার করেছি এখন আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা আমি পালন করে ফেলেছি অথবা ইবাদত করার যে নির্দেশ ছিল তা শুধু রমযান মাসের জন্যই প্রয়োজন ছিল। অথবা কেউ যদি মনে করে আমি রমযান মাস অতিবাহিত করেছি আর ঈদও উদযাপন করেছি, এখন আগামীতে আমার কোন রমযানেরও প্রয়োজন নেই আর ঈদেরও প্রয়োজন নেই। যা করার আমার করা হয়ে গেছে, অথবা এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআর মধ্যবর্তী যে সময় আছে এবং আমাকে পরবর্তী জুমুআতে যেতে হবে বা জুমুআর মধ্যবর্তী যে সময় আছে সে সময় না ইবাদত করার কোন প্রয়োজন আছে, তাহলে এমন ব্যক্তি নিজের ঈমান হারিয়ে বসবে আর খোদার সন্তুষ্টি থেকেও সে অধপতিত হবে।

মোটকথা এসব ঈদ শুধু আনন্দ উদযাপনের জন্য আসে না বরং এই বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে যে, আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা এটিও সাময়িক হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতির ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক জুমুআ বা প্রত্যেক শুক্রবার বা প্রত্যেক ঈদ আপনাদের জন্য মাইল ফলক না হয় তাহলে সেই ঈদ মানুষের জন্য আনন্দের পরিবর্তে ধ্বংসের কারণ হতে পারে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এক ব্যক্তির উদাহরণ দিতে দিয়ে বলেন, একজন পুরনো আহমদী ছিলেন। আমি তার কাছে চাঁদার জন্য যাই আর বলি, এই এই প্রয়োজনে চাঁদা দিন, সে সম্পদশালী ছিল কিন্তু চাঁদার কথা শোনামাত্র সে বলে, আমি পূর্বেই অনেক চাঁদা দিয়েছি এবং আমি মনে করি এখন আমার জন্য কোন চাঁদা দেয়া আবশ্যক নয়। এরফল দাঁড়িয়েছে কি! একদিন বন্ধুরা দেখেছে যে, সে আস্তে আস্তে নামায পড়তে আসে না, কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি অনেক নামায পড়েছি, সরকার

আল্লাহ্ তা'লা চান তিনি তাঁর বান্দাকে চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ করাতে এবং তাঁর চিরস্থায়ী পুরস্কাররাজীতে ভূষিত করতে। ইসলামের খোদা এই পৃথিবীতেও মানুষকে জান্নাত দিয়ে থাকেন এবং পরজগতেও মানুষকে জান্নাত প্রদান করেন, কিন্তু এজন্য অবিচলতা হচ্ছে শর্ত এবং স্থায়ী ও চিরন্তন জান্নাত লাভ করা উচিত।

যদি একটি নির্দিষ্ট সময় পর মানুষকে পেনশন দেয় তাহলে খোদা তা'লা কেন দিবেন না। এজন্য আমি নামায পড়া থেকে ছুটি নিয়েছি।

অতএব দেখুন, একটি মন্দ তাকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে বরং পাপের দিকে তাকে নিয়ে গেছে। সে তার পূর্বের কুরবানীকেই যথেষ্ট জ্ঞান করেছে, আর এটি মনে করেছে যে, এসব কুরবানীর ফলে আমার একটি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভ হয়ে গেছে, আর আমি সেই আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করে ফেলেছি। যে জিনিষ এসব ত্যাগের মাধ্যমে অর্জন করার কথা ছিল তা আমি অর্জন করে ফেলেছি। এই চিন্তা-ভাবনার কারণে নামাযও সে ছেড়ে দিয়েছে যা একজন মুসলমানের জন্য মৌলিক নির্দেশ বা ফরজ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কিছুকাল পর সে মৃত্যুবরণ করে নতুবা এটি অসম্ভব ছিল না যে, সে হয়ত এই কথা বলে বসত যে, দীর্ঘদিন আমি খোদার ওপর ঈমান এনেছি এখন আর ঈমান রাখার কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, পৃথিবীতে এমন মানুষও বাস করে। যাহোক এর ফলে তার ব্যবহারিক যে কর্মগুলো রয়েছে তা থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে, কিন্তু কমপক্ষে তার ঈমান বেঁচে গেছে। এটি আমাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট উপমা। কিছুকাল মানুষ ধর্ম সেবার আগ্রহ রাখে এবং নিজ আগ্রহে সে ধর্মের সেবা করে, জামাতী কাজে অংশ নেয়, কিন্তু কিছু কাল পর ধীরে ধীরে সে পিছু হটতে থাকে, বিভিন্ন অজুহাতও হয়ত দাঁড় করাবে, কর্মকর্তাদের কারণেই সেই অজুহাত হোক না কেন, সেসব অজুহাতে এইসমস্ত লোকদের ধর্মসেবা হতে পিছনে সরিয়ে দেয়া উচিত নয়। কুরবানী এবং খেদমত সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, এসব কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে করে না বা নিজের জন্য করে না। অনেক মানুষ এমনও আছে যাদের ইচ্ছানুযায়ী যদি কোন কাজ করা না হয় তাহলে তারা প্রথমে কাজ করা থেকে অপারগতা জানায় তারপর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখায় এরপর ইবাদত বা মসজিদে আসার ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখাতে আরম্ভ করে।

মোটকথা এর বিভিন্ন রীতি রয়েছে বা বিভিন্ন দিক রয়েছে। মানুষ কোন কর্মে স্থায়ীভাবে লেগে থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করার ক্ষেত্রে অবিচলতা না থাকার কারণে তারা দুর্বলতা দেখাতে থাকে। যদিও আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখায় আর কিছুদিন পর এ সমস্ত লোকদের দেখা যায় যে, তারা পিছু সরতে থাকে। কিন্তু অনেক সময় যেমনটি আমি একজন ব্যক্তির উপমা দিয়েছি যে, ধীরে ধীরে তার ঈমানও দুর্বল হতে আরম্ভ করে।

অতএব, এই ঈদ আমাদেরকে এদিক থেকে আত্মবিশ্লেষণ করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করায় যে, আমরা আমাদের ঈদের আনন্দকে কিভাবে স্থায়ী রূপ দিতে পারি। কোন পথের সন্ধান আবশ্যক যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং ফজলকে সর্বদা আমাদের অর্জন করতে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ তা'লা কী চান? আল্লাহ্ তা'লা চান তিনি সর্বদা তাঁর বান্দাকে যেন দান করেন এবং বেহিসাব দান করেন, আল্লাহ্ তা'লা চান তিনি তাঁর বান্দাকে চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ করাতে এবং তাঁর চিরস্থায়ী পুরস্কাররাজীতে ভূষিত করতে। ইসলামের খোদা নাউযুবিল্লাহ্ সেই খোদা নন যার সম্পর্কে অন্যান্য ধর্ম এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সেই চিরস্থায়ী জান্নাত দেয়ার মালিক আল্লাহ্ নন। কেননা তাঁর ভান্ডার শেষ হয়ে যাবে অথবা জান্নাতের জায়গাই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামের খোদা এই পৃথিবীতেও মানুষকে জান্নাত দিয়ে থাকেন এবং পরজগতেও মানুষকে জান্নাত প্রদান করেন, কিন্তু এজন্য অবিচলতা হচ্ছে শর্ত এবং স্থায়ী ও চিরন্তন জান্নাত লাভ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, **'ওয়া আম্মাল্লাযিনা সুইদুফাফিল জান্নাতি খালিদিনা ফিহা মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরযু ইল্লা মাশাআ রাব্বুকা আতাআন গায়রা মাযজুজ'** (সূরা হূদ :১০৯)। অর্থাৎ "আর যাদেরকে সৌভাগ্যবান সাব্যস্ত করা হয়েছে তারা জান্নাতে থাকবে। আকাশসমূহ ও পৃথিবী যতদিন স্থায়ী থাকবে তারা সেখানে ততদিন অবস্থান করবে। তবে তোমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। এ হবে এক নিরবচ্ছিন্ন দান।" আর এটি এমন জান্নাত যার কখনো পরিসমাপ্তি ঘটবে না। তিনি হলেন আমাদের খোদা, তিনি বলেন, আমরা যা কিছু জান্নাতবাসীকে দিব তা হবে স্থায়ী আর তা আমরা কখনই ফিরিয়ে নিব না, আমাদের পুরস্কার সর্বদা বা চিরন্তন থাকবে, আল্লাহ্ তা'লার দান এমনই যা **'আতাআন গায়রা মাযজুজ'** অর্থাৎ এ হবে এক নিরবচ্ছিন্ন দান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জান্নাতবাসীদের পুরস্কার কখনই কর্তিত হবে না এবং কখনই শেষ হবে না। মোটকথা বিশ্বাসীদের জন্য এটিই সত্যিকার ঈদ যা শেষ হয়ে যাওয়ার ন্যায় অফুরন্ত আনন্দের আকারে পাবে না বরং তা মানুষের কাছে স্থায়ীভাবে থাকবে, চিরকাল থাকবে। এই অকর্তিত ঈদ সাধারণ মু'মিনের জন্য এমন জান্নাত যা স্থায়ীভাবে হয়ে থাকে। আর সত্যিকার ঈদও সেটি। যখন মানুষ চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে সেটিই মূলত ঈদ এবং এমন স্থানে সে উপনীত হবে যা জান্নাত আর এটি সত্যিকার একজন বান্দার পদমর্যাদা বা মোকাম। আর এই জান্নাত তখনই লাভ করা সম্ভব যখন অনবরত আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হয়ে থাকবে আর যে বান্দা এই পৃথিবীতে নিজের আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডকে পরিত্যাগ করে সে খোদার এ চিরস্থায়ী জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এই মূল বিষয়কে এই পার্থিব লোকজন বুঝতে পারে না।

সাধারন মুসলমানদের মধ্যে পীর ফকিররা নিজেদের যে মনগড়া পদমর্যাদা রয়েছে এর কারণে তারা মুসলমানদের মাঝে ভুল বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছে আর এমন এমন অজুহাত তারা দাঁড় করিয়েছে যে, এখন সেই সব পীর- ফকিরদের পদমর্যাদার কারণে তাদের আর কোন ইবাদতের প্রয়োজন নেই। প্রতিনিয়ত কোন ইবাদতের প্রয়োজন নেই, কেননা তারা মনে করে খোদা পেয়ে গেছি। এখন সাধারণ মুসলমান আর উম্মতে মুসলেমার মাঝেও এই ভুল বিশ্বাস তারা প্রচলন করেছে, যদি একবার খোদা পাওয়া যায় তাহলে তার আর অন্য সৎকর্মের প্রয়োজন হবে না অথবা দৈনন্দিন ইবাদত বা সৎকর্মের প্রয়োজন পরে না। যখনই প্রয়োজন দেখা দিবে তখন পীর-ফকিরের কাছে গিয়ে অথবা কোন নামধারী আলেম-

উলামাদের কাছে গিয়ে দোয়া করিয়ে বা তাবিজ নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কার লাভকারী হয়ে যাবে। কেননা পীরদের অবস্থা হচ্ছে তারা বলে যে, আমরা এত শীর্ষ পর্যায়ের বুযুর্গ যেমনটা আমি বলেছি যে, এখন আমাদের আর কোন ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি যে এই পীর ফকিরদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, সে আমার কাছে এসে বলে যে, আমি একটি প্রশ্ন করবো, আমি বললাম ঠিক আছে আপনি কি প্রশ্ন করতে চান, করুন। তিনি বলেন, যদি কেউ নদীর অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য নৌকায় আরোহন করে আর অপর প্রান্তে পৌঁছে যায় তখন সে কি করবে? হুযূর (রা.) বলেন, খুব সহজেই উত্তর দেয়া যেতে পারতো যে, অপর প্রান্তে গিয়ে হয় নৌকা থেকে নেমে যাবে বা বসে থাকবে। সাধারণ অবস্থায় একজন মানুষ এই উত্তরই দিবে যে, যখন আপনি অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছেন তখন নেমে যান, সেই ব্যক্তি নিজের মতে অনেক বড় একটি প্রশ্ন করে বসেছিল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যত এই উত্তরই আমার দেয়ার কথা ছিল যে, কিনারায় পৌঁছে গেছো তাহলে নেমে যাও। কিন্তু যখন আমি এ কথা বলতাম যে, তুমি নেমে যাও, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন সে এটি করত যে, ঠিক আছে যদি নেমে যাওয়ারই বিষয় হয় তাহলে যখন মানুষ খোদাকে পেয়ে যায় তখন আর ইবাদত বা আমলের কি প্রয়োজন? তিনি (রা.) বলেন, যখন সে এই প্রশ্ন করে তখন তার প্রশ্নের প্রেক্ষাপট আমার হৃদয়ে স্পষ্ট হয়ে যায়। আমি তখন তাকে উত্তর দেই, কোন নদীতে কেউ যদি নৌকায় আরোহন করে আর এই নদীর কোন কিনারা থাকে তাহলে নেমে যাও, যখন অপর প্রান্তে আসবে তখন নেমে যাওয়া এটি বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু যদি নদীর কোন কিনারাই না থাকে, প্রান্তই না থাকে তাহলে যেখানেই সে নৌকা থেকে নামবে সেখানেই সে ডুবে মরবে। তিনি (রা.) বলেন, আমার এই উত্তর শুনে সে অবাক হয়ে যায় এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করতে থাকে। তারপর বলে, তাহলে এই যে ইবাদত এইগুলো কি আমাদের সবসময়ই করতে হবে? হুযূর (রা.) বলেন, এর অর্থ এটিই দাঁড়ায়, সেই ব্যক্তি মূলত সাধারণ পীর-ফকিরদের কাছ থেকে এই ধরণের কথাই শুনে এসেছে। যখন নামায পড়া হয় খোদাকে পাওয়ার জন্য, যদি খোদা পেয়ে যাও তাহলে নামায পড়ার প্রয়োজন কি?

অনুরূপভাবে আরেকটি ঘটনা খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) তার এক বোন সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনিও পীর ফকিরদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে বলেন যে, মসীহ্ মাওউদ এর কোন প্রয়োজন নেই, আমি অমুক পীরের বয়আত করেছি। যদি মৃত্যুর পর আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলব যে, আমার পুরো দায়দায়িত্ব পীর সাহেব নিয়েছেন। কেউ আমাকে জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তার এই বিশ্বাসও ছিল।

অতএব তারা মনে করে রোযা রাখা হয় খোদা তা'লার সাক্ষাতের জন্য, নামাযও পড়া হয় খোদা তা'লার সাক্ষাতের জন্য। কিন্তু যখন কেউ খোদা পেয়ে যায় তখন নামাযেরও প্রয়োজন নেই আর রোযারও প্রয়োজন নেই আর অন্য কোন সৎকর্মেরও প্রয়োজন নেই। অতঃপর যাকাত দেওয়াও জরুরী নয়, কেননা খোদা তা'লাকে যেহেতু লাভ করে ফেলেছি তাই এসব কাজের প্রয়োজনই বা কি রয়েছে। যাহোক, এভাবে অন্যান্য পুণ্যকর্ম বা সৎকর্ম যা রয়েছে তা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে দূরে সরে যায় যা খোদাকে লাভ করার জন্য করা হয়। যদি খোদা পেয়ে যাওয়া হয় তাহলে সৎকর্মের প্রয়োজন কি? যদি খোদা পেয়ে যায় তাহলে মানুষ নিজেকে কেন অধিক কষ্টে নিপতিত করবে। এসব পুণ্য, গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বাহনের কাজ দেয়। যদি গন্তব্যে পৌঁছে যায় তাহলে বাহনের ওপরে বসে থাকা এটাতো নির্বুদ্ধিতা। মানুষ যদি ঘরে পৌঁছে এই কথা বলে যে, এখন ঘরের ভিতর যাওয়ার দরকার কি আমি তো ঘরে পৌঁছে গেছি এখন আমি গাড়ীতেই বসে থাকব, আমার দরকারটা কি ভিতরে যাওয়ার।

অতএব যখন মানুষের গন্তব্য সীমিত হয় তখন বাহন থেকে নেমে যাওয়াই প্রয়োজন, কিন্তু যদি গন্তব্য সীমাহীন হয় তাহলে যেখানেই মানুষ বাহন থেকে নামবে সেখানেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব এ ধরনের অনেক মানুষ রয়েছে যারা পীর-ফকিরের মুরীদ হয় না ঠিকই কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারনায় তারা প্রভাবিতই হয়, তাদের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়, তাদের হৃদয়ে সেই শিক্ষা গুপ্ত থাকে এক সময়ে গিয়ে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

স্বয়ং তাদের কর্ম তাদের প্রকাশিত করে। কয়েকদিন নামায পড়ে তারা মনে করে যে, এখন আর তাদের নামাযের কোন প্রয়োজনই নেই। তারা কয়েকদিন রোযা রেখে মনে করে যে, এখন আর রোযার কোন প্রয়োজনই নেই। তারা

পরিপূর্ণ ঈমান হৃদয়ের আনন্দ এবং প্রশান্তি থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রকৃত ঈদ সেটা, যখন মানুষ তার কাজে আনন্দ লাভ করতে থাকে আর কাজ তার কাছে বোঝা মনে না হয়। সেই সাথে ইবাদতের প্রতি দৃঢ় মনোযোগ তার আনন্দের কারন হয়ে যায়।

কয়েকদিন দান-খয়রাতও করে আর মনে করে যে, এখন আর তাদের দান-খয়রাতের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তারা দান-খয়রাত অনেক করে ফেলেছে। কিন্তু জাগতিক বিষয়াদিতে তাদের এই ধারণাও নেই যে, আমরা অনেক ভক্ষন করেছি, এখন আমাদের আর কোন খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা অনেক পানি পান করে ফেলেছি, জুস পান করেছি, এখন আমাদের আর না পানি পান করার প্রয়োজন রয়েছে, আর না কোন জুস। আর জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের না অন্য কোন জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। কয়েকদিন কাপড় পরিধান করে তারা এটা বলে না যে, আমরা যথেষ্ট কাপড় পরিধান করে ফেলেছি, এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। এখন শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম, আমরা মৌসুম অনুযায়ী কাপড় পরিধান করবো না। তারা যদি এই ধারণা পোষণ করে থাকে তাহলে তারা স্বয়ং নিজেদের জীবনের উপর যুলুম করে থাকবে। আর অতঃপর তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে মানসিক রোগি মনে করে তাদেরকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দিবে।

সুতরাং জৈবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য, আপন জীবনের নিঃশ্বাস টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রয়াস চালায়। কিন্তু এই প্রয়াস আত্মার শক্তির জন্য করা হয় না। বলে দেয়া হয় যে, অনেক কিছু করে ফেলেছি অথবা পূর্ণ মনোযোগ থাকে না, অলসতা এসে যায়। কখনো এটা হয় না যে, খাবার খেতে ভুলে যাবে কিংবা কাজে যাওয়ার পূর্বে তৈরী হওয়ার জন্য ভালো কাপড় পরিধান করা ভুলে যাবে। তারা ভুলে বসে যে, তাদের দায়- দায়িত্ব আর কর্তব্য কী। আল্লাহ তা'লার জান্নাতসমূহের নাম যদি নাও তবে যাদের খোদা তা'লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তারা এটা তো বলে যে, খোদাও লাভ করা যায়, খোদা তা'লার পুরষ্কারসমূহও লাভ করা যায়। কিন্তু তারা সেই সকল পুরষ্কার অর্জন করার জন্য আপন দায়-দায়িত্ব পালনের প্রতি দৃষ্টি দেয় না।

সুতরাং যেভাবে শারীরিক খাবার এবং প্রয়োজনসমূহ মনুষ্য জীবনের জন্য আবশ্যকীয়, ঠিক সেভাবেই আধ্যাত্মিক খাবার হচ্ছে নামায, রোযা, দান-খয়রাত। এগুলোও আধ্যাত্মিক খাবারের জন্য আবশ্যকীয়। এভাবে শরীয়তের অন্যান্য বিধি-নিষেধ রয়েছে, সেগুলোও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আবশ্যকীয়। কিছু লোক দু-একটি স্বপ্ন দেখে মনে করে বসে যে, খোদার সাথে আমার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। এখন আমার না কোন বান্দার অধিকার (হুকূকল ইবাদ) আদায়ের প্রয়োজন রয়েছে আর না-ই আল্লাহর প্রাপ্য (হুকূকুল্লাহ) আদায়ের প্রয়োজন রয়েছে। নেযামে জামা'তের না প্রয়োজন রয়েছে, না খিলাফতের বয়আত করার প্রয়োজন রয়েছে। এমন মানুষ অতঃপর আধ্যধ্মিকভাবে নিমজ্জিত হয়ে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে হাত ধুয়ে নেয়া বৈ আর কিছুই অর্জন করে না। আপন ধারণায় এরা আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উপনীত হয় অথচ প্রকৃত অর্থে নয়। এরা সাময়িক ঈদকে চিরস্থায়ী ঈদ হিসেবে মনে করে আর আধ্যাত্মিক জীবনকে তারা বিনষ্ট করে দেয় অথচ চিরস্থায়ী ঈদ হচ্ছে মৃত্যুর পরের ঈদ অথবা সেই ব্যক্তির ঈদ হতে পারে যে নিজ জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, শুধু তাই নয় বরং অতিবাহিত করেছে। অথবা ক্রমাগত সেই আমল করা তার জীবনের একটি বিশেষ অংশ হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং এটি স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কর্ম সম্পাদন শাস্তি নয় বরং তা হচ্ছে খাদ্য। আর আধ্যাত্মিক সুস্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য তা অত্যন্ত জরুরী। যেভাবে শারীরিক সুস্বাস্থ্যের জন্য জাগতিক খাবারের প্রয়োজন রয়েছে। একজন পাহলোয়ান, সে যতই শক্তি অর্জন করতে থাকে ততই সে চেষ্টা করে যে, খাদ্য যেন উন্নত থেকে উন্নততর হয়। অতএব আধ্যাত্মিক উনতির জন্যও আধ্যাত্মিক খাদ্যের অর্থাৎ সে সমস্ত কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে যা আল্লাহ তা'লা করার জন্য বলেছেন। আর সে সমস্ত কাজ করার ক্ষেত্রে আরো অধিক অগ্রসর হওয়া উচিৎ। কর্ম সম্পাদন কোনভাবেই পরিত্যাগ করা যাবেনা। বাহ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে ঈদের দিনটিতে আমাদের ইবাদতও বেশী করতে হয়। ঈদের দিনটিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে ছয় ওয়াক্ত নামায পড়তে হয় এবং খুতবাও শুনতে হয়।

সুতারাং ইসলামী ও আধ্যাত্মিক ঈদ হচ্ছে কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করার নাম নয় বরং বেশী বেশী কাজ-কর্ম করার নাম। আর এই সুদীর্ঘ কাজের ধারাবাহিকতা পরকালেও চলমান থাকে আর একজন মু'মিন-এর জন্য সেখানে চিরস্থায়ী ঈদ হবে। তার পুরষ্কারসমূহ বিনষ্ট হবেনা। কাজ তো সে সেখানেও করবে কিন্তু সেই কাজই করবে যা আল্লাহ তা'লা চাইবে। সূরা ইয়াছিনে এর বর্ণনা হয়েছে– 'ইন্নাল আসহাবাল জান্নাতিল ইয়াউমা ফি সুগুলিন ফাকিহুন" (সূরা ইয়াসিন : ৫৬)। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা সেদিন কাজে নিমগ্ন থাকবে এবং আনন্দে হাসতে থাকবে। জান্নাতে গিয়ে অর্থাৎ যিকরে ইলাহিতে নিয়োজিত থাকবে। এটিও তাদের জন্য একটি কাজ হবে। জান্নাতবাসীদের জন্য এ সমস্ত কাজই নির্ধারিত থাকবে যা তারা পালন করবে। আর সেই কারণে তাদের পুরষ্কার চিরস্থায়ী হবে। সুতরাং পুরস্কার চিরস্থায়ী হতে পারে আর তা প্রকৃত এক মু'মিনের জন্য এই পৃথিবীতেই চিরস্থায়ী হতে পারে। যারা এই পৃথিবীতে জীবিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের পুরষ্কার এই পৃথিবীতেই চিরস্থায়ী হয়ে যায়। এমন লোকদের জন্য এই পৃথিবীতেই পুনরুত্থান দিবস এসে উপনীত হয়। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে– 'ক্বালা আনযিরনি ইলা ইয়াউমি ইউবআছুন' (সূরা আ'রাফ : ১৫)। অর্থাৎ শয়তান বললো, আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। অর্থাৎ পুনরুত্থিত করার অর্থ হলো, পুনরুত্থান দিবসে তাদের পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাদের ফুসলাতে থাকবো। আর পুনরুত্থান দিবস প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ এই পৃথিবীতেই এর সাক্ষাৎ পায় আর কেউ কেউ তা পরকালে পায়।

আল্লাহ তা'লার প্রিয় বান্দারা এই দুনিয়াতেই (পুনরুত্থান দিবস এর) সাক্ষাত পায়। মহানবী (সা.) এর নিকট তো এই ইয়াওমুল বা'স (পুনরুত্থান দিবস)

এই পৃথিবীতেই এসে গিয়েছিল। তিনি (সা.) চিরস্থায়ী ঈদ এই পৃথিবীতেই লাভ করলেন। সুতরাং এই কারণে কি তিনি (সা.) নিজ কর্ম পরিত্যাগ করে দিয়েছেন? সেই সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করা কি পরিত্যাগ করে দিয়েছিলেন যা আল্লাহ তা'লা অর্পন করেছিলেন? না, বরং তিনি নাওয়াফেল বা অতিরিক্ত ইবাদতেও অধিক অগ্রসর হতে থাকেন। বরং প্রত্যেক দিন তাঁর (সা.) প্রত্যেকটি কর্মে আরো নতুন মাত্রা যোগ হতে লাগলো।

অতঃপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কাছেও সেই সময় আসলো কিন্তু তিনি কি নিজ কাজের দায়িত্বকে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন যা আল্লাহ তা'লা অর্পন করেছিলেন? ইবাদত সমূহে কি ঘাটতি এসেছিলো না কি ছেড়েই দিয়েছিলেন? ধর্ম প্রচারের কাজ কি পরিত্যাগ করে দিয়েছিলেন? সৃষ্টির সেবার কাজ কি পরিত্যাগ করে দিয়েছিলেন? সুতরাং বি'সাত (পুনরুত্থান) এর শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যই তিনি (আ.) বাতলিয়ে দেননি বরং এই কাজে তিনি আরো নতুন মাত্রা যোগ করলেন। আর এই কাজে আরো অধিক অগ্রসর হওয়ার কারণে তাঁর (আ.) আনন্দও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একজন সাধারন মু'মিনও যদি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে ঈদের দিনে একটি অতিরিক্ত নামায পড়ে সে আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু ঈদের ব্যাপারে যার সঠিক বুৎপত্তি ও জ্ঞান নেই, যে ইবাদতসমূহের তাৎপর্য জানেনা, সে তো এটাই বলবে যে, কী বিপদ এসে ঘাড়ে চাপল। বলা হয় যে, এটি একটি অদ্ভূত সমস্যা যে, ঈদের দিনটিতে আমরা বলি যে, ছয় ওয়াক্ত নামায পড়। পূর্বে তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিলো, কিন্তু আজ ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয হয়ে গেল। আমরা ভালো ভালো কাপড় পরিধান করেছি। খানা পিনা করেছি, আনন্দ উপভোগ করেছি। বাজারে ঘোরা-ফেরা করেছি, পার্কগুলোতে গিয়েছি। ব্যস আমাদের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

সুতরাং যাদের উপর ***"ইয়াওমা ইউবআসূন"*** (অর্থাৎ যেদিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে, কিয়ামত দিবস)-এর অবস্থা বিরাজ করে না তারা এ সমস্ত বিষয়কে বোঝা মনে করে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা দেখতে পাই যে, যে কোন ব্যক্তির তার নিজ পেশার সাথে ভালবাসা রয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যান্য পেশার মানুষরা দিন-রাত কাজ করে আনন্দিত হয়। কিছু মানুষ নিজ অর্থ উপার্জন ছাড়াও নিজ পেশার মাধ্যমে মানব সেবা করে আনন্দিত হন। আমাদের ডাক্তাররা সৃষ্টির সেবার জন্য ক্যাম্প স্থাপন করে আনন্দিত হন যে, স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে তারা অতিরিক্ত সময় ব্যয় করেছেন এবং কাজ করেছেন এবং সৃষ্টির সেবা করেছেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা যারা আফ্রিকাতে যান তাদের মধ্যে কোন কোন যুবক আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করে থাকেন এবং কাজ করে আনন্দ পান আর কাজ শেষ করে আবার আরেক কাজের জন্য তৈরী হয়ে যান। যদি তারা কাজ করে আনন্দ লাভ না-ই করতেন তাহলে কখনো আরেক কাজের জন্য তৈরী হয়ে যেতেন না।

সুতরাং, প্রকৃত আনন্দ মানুষের ক্লান্ত না হওয়ার মাঝেই নিহিত। সেটি একটি কাজের ক্ষেত্রেই হোক আর নিয়মিত কাজের ক্ষেত্রেই হোক। রাত-দিন কাজ করার পরেও সেই কাজকে বোঝা মনে করবেন না বরং আনন্দ অনুভব করুন। আর সে সমস্ত লোকেরাই আনন্দিত থাকে যারা নিজের কাজের মাঝে প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পান। তারা এই ভেবে আনন্দ লাভ করেন যে, তারা সৃষ্টির সেবা করেছেন। সুতরাং প্রকৃত বিষয় এটাই যে, হৃদয় যেন পরিতৃপ্তি লাভ করে। যদি হৃদয় আনন্দ লাভ করে তাহলে সেই কাজ খুশীর কারন হয়ে যায়। আর যদি হৃদয় আনন্দিত না হয় তাহলে সব কাজেই কষ্ট অনুভূত হয়।

নবী করীম (সা.) ঈমানের আরেক নাম হৃদয়ের প্রশান্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমান হৃদয়ের আনন্দ এবং প্রশান্তি থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রকৃত ঈদ সেটা, যখন মানুষ তার কাজে আনন্দ লাভ করতে থাকে আর কাজ তার কাছে বোঝা মনে না হয়। ইবাদতের প্রতি দৃঢ় মনোযোগ তার আনন্দের কারন হয়ে যায়। খোদা তা'লার জন্য কুরবানী বা মানুষের জন্য কুরবানী বা জামা'তের জন্য কুরবানী তার জন্য শান্তি সৃষ্টি করে আর তার জন্য আনন্দ ও প্রশান্তির কারন হয়। এসব যখন তার কাছে কঠিন বলে মনে না হয় তখনই সেই ব্যক্তি প্রকৃত ঈদের আনন্দ উদযাপনকারী বলে পরিগনিত হয়। তাছাড়া এই ঈদ যা রয়েছে তাতো একটি দুনিয়াবী বিষয়। নবী করীম (সা.)-এর সাহাবারা কেমন কুরবানী করেছেন! জবরদস্তিমুলকভাবে বা হঠাৎ করেই তাদের নিকট থেকে কুরবানী নেয়া হয় নি বরং স্বতঃস্ফুর্ত ভাবেই এবং দীর্ঘ সময় ধরে তারা এই কুরবানী করেছেন। নবী করীম (সা.) এর একজন সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যিনি বার তের বছর বয়সে শৈশবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন আর খুবই আদরের সন্তান ছিলেন। কিন্তু মুসলমান হওয়ার কারনে তার মা-বাবা যারা ইসলাম বিদ্বেষী

প্রকৃত ঈদ সেটিই যাতে মানুষ নিজ আমল বা কর্মে স্বাদ অনুভব করা শুরু করে। কুরবানী করেও স্বাদ অনুভূত হয় এবং কুরবানী করার জন্য সকল প্রকার আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কখনও আমল বা কর্ম পরিত্যাগ করার কথা কল্পনাও করে না।

ছিল তার সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার শুরু করে দিল। যখন খাবার খাওয়ার সময় হত তখন তার মা তার সামনে রুটি এভাবে ছুড়ে দিত যেভাবে কোন কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীকে দেয়া হয়। এই ভেবে দিত যে যদি তাকে কোন পাত্রে খাবার দেয়া হয় তবে সেই পাত্র অপবিত্র হয়ে যাবে। এতো ছিল তার মায়ের ব্যবহার। আমাদের সাথে অর্থাৎ অনেক আহমদীদের সাথেও পাকিস্তানে বা অন্যান্য জায়গায় এমন ব্যাবহার করা হয়।

যাইহোক সেই সাহাবী নিজের ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এতে মা-বাবা তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন আর এই শর্ত দিলেন যে, যদি বাড়ীতে আসতে চাও তবে মোহাম্মদের (সা.) কাছে যাওয়া ছেড়ে দাও। তিনি তার দৃঢ় ঈমানের কারনে তার বাড়ী তো ছেড়ে দিলেন কিন্তু মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে যাওয়া থেকে বিরত হলেন না। আর সম্ভবত হাবশার দিকে হিজরত করলেন। অনেক বছর পর যখন ফেরত আসলেন তখন তার মা খবর পাঠালেন যে বাবা আমি তোর সাথে দেখা করতে চাই। অল্প বয়সের সেই বাচ্চা তার মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। অনেক বছর বাহিরে থাকার কারনে তার হৃদয়ে এই ধারনা হয়েছিল, মা যেহেতু ডেকেছে তার হৃদয় হয়তো নরম হয়ে গেছে আর এখন হয়তো সে আর সেসমস্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। এজন্য সে তাদের সাথে দেখা করতে চলে গেল। মা-ও তাকে অনেক ভালোবাসার সাথে আলিঙ্গন করল এরপর বলতে লাগল, বাবা এখন আশা করি তুমি আর সেই 'সাবি'র নিকট যাবে না অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলেছে যে, তুমি এখন আর তার নিকট যাবে না। তখন সেই সাহাবী দ্রুত তার মায়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থা থেকে পৃথক হয়ে গেল আর বলতে লাগল, মা আমিতো মনে করেছিলাম আমার দুরে যাওয়ার কারনে হয়তো তোমার হৃদয়ের বিদ্বেষ দূর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো তো তোমার অবস্থা আগের মতই। আমি তোমাদের জন্য মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কে পরিত্যাগ করতে পারবো না। এই বলে তিনি তার মার কাছ থেকে এসে পড়লেন আর সারাটা জীবন তিনি তার মায়ের মুখ দেখেন নি।

সুতরাং, প্রকৃত ঈদ সেটিই যাতে মানুষ নিজ আমল বা কর্মে স্বাদ অনুভব করা শুরু করে। কুরবানী করেও স্বাদ অনুভূত হয় এবং কুরবানী করার জন্য সকল প্রকার আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কখনও আমল বা কর্ম পরিত্যাগ করার কথা কল্পনাও করে না। এই মাকাম বা মর্যাদা কোন জাতি লাভ করলেই প্রকৃত ঈদ উদযাপন করা হয় এবং ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। এই প্রকৃত ঈদের অবস্থা সৃষ্টির জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এসেছিলেন এবং এটিই প্রকৃত ঈদ যা তিনি আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছিলেন। যেখানে আমরা কোন আমলকে বোঝা মনে করে পরিত্যাগ করব না এবং না কোন কুরবানী করতে পিছপা হবো।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন, যারা এই স্পৃহাকে অনুধাবন করে থাকেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা নিজ ইবাদতের হক আদায় করেন অর্থাৎ সঠিক ভাবে ইবাদত করেন। সবর্দা এই চেষ্টাই থাকে যে, কিভাবে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জামা'তের এই ক্ষেত্রে এখনও অনেক মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। আমাদের যদি জামা'তীভাবে উন্নতি করতে হয় তবে ***মিন হাইসুল জামা'ত*** অর্থাৎ সমষ্টিগত ভাবেও বা সকলে মিলেও চেষ্টা করতে হবে যে, ঈদের পরেও যেন সেই স্বাদ বা আগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে যা রমযানের ইবাদতে পাওয়া যায়। আমাদের মাঝে অধিকাংশরাই অন্য সকল কুরবানীর স্পৃহাকে অনুধাবন করে অথবা অন্ততপক্ষে সঠিক ভাবে না বুঝতে পারলেও কুরবানী বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানী করে থাকে। আর এই দিক থেকে এই কুরবানী তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অধিকাংশরাই জামা'তের জন্য সময় এবং আর্থিক কুরবানী করে প্রশান্তি অনুভব করে। কিন্তু নিজ সময়কে কুরবানী করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নিজ রুহানী বা আধ্যাত্মিক অবস্থাকে সুসংগঠিত করার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া অনেক প্রয়োজন যেন আমরা সেই সকল জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যারা যিকরে ইলাহীতে রত থাকে, যাদের সকালও ঈদ এবং সন্ধ্যাও ঈদ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এর তৌফিক দান করুন।

আমি আর্থিক কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছি কিন্তু জীবনের কুরবানীর ক্ষেত্রেও জামা'ত পশ্চাদগামী নয়। জীবনের কুরবানী করেও তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করছে। বর্তমানে আহমদীরা জীবন উৎসর্গ করছে বিশেষভাবে পাকিস্তানে কিন্তু ঈমান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হচ্ছে না। একদিন পূর্বে দু'জন ছোট মেয়ে এবং একজন মহিলাও এই কুরবানী দিয়েছে। মালী কুরবানীর দিক থেকেও সেই এলাকায় বসবাসকারী আহমদী অধিবাসীরা কুরবানী পেশ করেছেন। তারা মালী কুরবানী এভাবে পেশ করছেন যে, তাদের ঘর-বাড়ী লুট করা হয়েছে, জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে আর এভাবে

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে যেন তাঁর সকল আদেশ-নিষেধের উপর আমলকারী বানিয়ে আমাদেরকে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী এবং উপভোগকারী বানান যেন আমরা সেই ঈদকে দর্শন করতে পারি, যা মহানবী (সা.)-এর পতাকা পৃথিবীতে উড়ার কারন হয়ে থাকে, আর প্রকৃত আনন্দ আসলে তখনই লাভ হবে।

> আহমদীয়াতের শহীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা যেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তাদের কুরবানী কবুল করে অতি দ্রুত আমাদেরকে আহমদীয়াতের পক্ষে অলৌকিক বিজয়ের নিদর্শন দেখান। আল্লাহর পথে বন্দীদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। অর্থিক কুরবানীকারীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ তা'লা সকল কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করুন। অসুস্থ্য, অস্বচ্ছল এবং ওয়াকেফীনে জীন্দেগী বা স্বেচ্ছায় সেবা প্রদানকারী যতজন আছেন তাদের সবাইকে দোয়ায় স্মরণ রাখুন আল্লাহ তা'লা তাদের সকলের প্রয়োজন নিবারণ করুন এবং সমস্যাদী দূর করে দিন।

সেই এলাকার বা মহল্লার সকল আহমদী কুরবানী করেছেন।

জীবন উৎসর্গকারীদের সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, তারা মৃত নয়। ***বাল আহইয়ায়ু ইনদা রাব্বিহিম ইয়ারযুকুন***। বরং তারা নিজ প্রভূর নিকট জীবিত। তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।

সুতরাং যারা শাহাদাত বরণ করে তাদেরকে তো আল্লাহ্ তা'লা একটি মাকাম বা পদমর্যাদা দান করেন। তারা সেই স্থানে পৌঁছে গেছেন যেখানে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। আল্লাহ তা'লা তাদের এই কুরবানীর নেক বা পুণ্য প্রভাব তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়দের উপর বলবৎ বা জারী রাখুন। এবং আমাদের উপরও এর প্রভাব প্রকাশিত হোক। জামাতের উপরও এর প্রভাব প্রকাশিত হোক। প্রিয়জনের বিদায় কোন মামুলি বা সাধারণ বিরহ-বেদনা নয়। বিশেষ ভাবে সেই মাতার বেদনা মানুষ কল্পনাও করতে বা ভাবতেও পারবে না, যার দুটি ছোট ছোট কন্যা সন্তানকে যালেমদের যুলুমের শিকার হতে হয়েছে। ধৈর্য্যের সাথে এই আঘাত সহ্য করাও মায়ের জন্য অনেক বড় কুরবানী। আর তাও যদি হয় ঈদের একদিন পূর্বে, যখন সেই মা তার সন্তানদের ঈদের খুশিতে শামিল হওয়ার জন্য অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তা'লা মাতাদের সন্তান হারানোর বেদনা ভুলিয়ে দেয়ার উপকরণ অতিসত্তর সৃষ্টি করুন। দোয়া করুন আল্লাহ তা'লা যেন সেই বেদনায় কাতরদেরও ধৈর্য্য এবং সাহস প্রদান করেন এবং এই মা, যাকে কষ্টে নিপতিত করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সর্বোত্তম সন্তান প্রদান করুন। একই ভাবে সেখানকার আহতদের জন্যও দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের দ্রুত এবং পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করেন। আহতদের মাঝে একজন মহিলার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তিনি গর্ভবতী ছিলেন আর সন্তান মাতৃ-জঠরেই মারা যায়। পরবর্তীতে অপারেশন করে বের করতে হয়েছে। ভূমিষ্ট হওয়ার সময় উপনীত হয়েছিল। অনুরূপ ভাবে আহমদীয়াতের শহীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তাদের কুরবানী কবুল করে অতি দ্রুত আমাদেরকে আহমদীয়াতের পক্ষে অলৌকিক বিজয়ের নিদর্শন দেখান। আর এটিই সেই প্রকৃত ঈদ উদযাপন হবে, এর বিজয়ের জন্য হবে। যা উদযাপন করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্‌র পথে বন্দীদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। অর্থিক কুরবানীকারীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করুন। অসুস্থ্য, অস্বচ্ছল এবং ওয়াকেফীনে জীন্দেগী বা স্বেচ্ছায় সেবা প্রদানকারী যতজন আছেন তাদের সবাইকে দোয়ায় স্মরণ রাখুন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলের প্রয়োজন নিবারণ করুন এবং সমস্যাদী দূর করে দিন।

বিশেষভাবে, এই দোয়াও করুন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেন তাঁর সকল আদেশ-নিষেধের উপর আমলকারী বানিয়ে আমাদেরকে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী এবং উপভোগকারী বানান যেন আমরা সেই ঈদকে দর্শন করতে পারি, যা হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পতাকা পৃথিবীতে উড়ার কারন হয়ে থাকে, আর প্রকৃত আনন্দ আসলে তখনই লাভ হবে। ঈদ উদযাপন তো একটি সাময়িক সময়ের জন্য তাই উদযাপন করার জন্য বলা হয়েছে। ঈদ উদযাপন তো সেটিকে বলা হয় যা মানুষকে স্থায়ী ভাবে নেক কর্মের ওপর অভ্যস্ত করে তুলে অর্থাৎ আমল বা কর্মের প্রতি তার পূর্ণ মনোযোগ থাকে তখনই প্রকৃত ঈদ উদযাপন বা উপভোগ করা হয় আর এই ঈদ উদযাপন করাই আমাদে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এটিই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন এরপর দোয়া হবে যেমনটি আমি বলেছি, সেই সব কথাগুলো দোয়াতে স্মরণ রাখবেন আর সেই সাথে পৃথিবীর সমস্ত আহমদীদের আর আপনাদের সবাইকে আমি 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদিক থেকে এই ঈদ আমাদের জন্য কল্যাণমণ্ডিত করুন। আর সকল দুঃখ কষ্ট থেকে আমাদের মুক্তি দিন এবং প্রকৃত ঈদের ভাগী করুন বা প্রকৃত ঈদ যেন আমাদের জীবনে আসে।

ভাষান্তর: **মাহমুদ আহমদ সুমন ও মওলনা ইয়াসিন আহমদ**